দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 18 SEP 1986
পৃষ্ঠা 11 কলাম 3

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও উপজেলা পদ্ধতি

সরকার প্রবর্তিত উপজেলা প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রামবাংলার সার্বিক উন্নয়ন তৎপরতায় বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। এ পদ্ধতি দেশে সরকারী প্রশাসনকে নতুন দিক নির্দেশ দিয়েছে। ৪শ' ৬০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত এ নতুন ব্যবস্থা ইতিমধ্যে মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে গেছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব বিকেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়ে উপজেলা তথা দেশের নিম্নতম প্রশাসনিক ধাপে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা র্তমান সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী নীতিগত উদ্যোগ। ইতিমধ্যে উপজেলা প্রশাসন জোরদার রা হয়েছে এবং নির্বাচিত চয়ারম্যানের নেতৃত্বে উপজেলা রিষদগুলো পুর্ণোদ্যমে কাজ শুরু রেছে। ১৯৮২-৮৩ থেকে ৯৮৫-৮৬ পর্যন্ত উপজেলা বকাঠামো উন্নয়ন ও উপজেলা ন্নয়ন বরাদ্দ খাতে পৌনে ১৩শ' কাটি টাকা ব্যয় হয়েছে এবং চলতি র্থ বছরে আরো পৌনে ৪শ' কোটি কা বরাদ্দ করা হয়েছে। নতুন পজেলা ব্যবস্থা এখন তার অভীষ্ট ক্ষ্য অর্জনে অর্থাৎ ত্বরান্বিত পল্লী য়ন সাধনে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ রেছে।

তি তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় ৯৮৫-৯০) উপজেলা পর্যায়ে ততর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ০০ কোটি টাকা এবং উপজেলা ষদগুলোর আওতায় উন্নয়ন চীর জন্য সাড়ে ১২শ' কোটি বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ থেকেই য়মান হয়, সার্বিক জাতীয় উন্নয়ন তে উপজেলা প্রশাসনিক মোর ওপর কতোটা উচ্চ ধিকার দেয়া হচ্ছে। এ বিপুল াণ আর্থিক বরাদ্দ ছাড়াও তৃতীয় ল্পনা মেয়াদে উপজেলা দগুলোর মাধ্যমে ২৫ লাখ টন বন্টনের ব্যবস্থা রয়েছে। নিক বিকেন্দ্রিকরণ কর্মসূচীকে র ইতিমধ্যে একটা সুস্পষ্ট ও রূপদানে সমর্থ হয়েছেন। এ চীর আওতায় প্রশাসনিক ধাপের পাঁচ (কেন্দ্র, বিভাগ, জেলা, ও থানা) থেকে কার্যতঃ তে (কেন্দ্র, জেলা ও লা) নামিয়ে আনা হয়েছে। দ্রকরণ কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের হণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন ও আয়ের সুষম বন্টনের মিলিত লক্ষ্য অর্জন। জনগণের অংশীদারীত্ব সুনিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কর্তৃত্ব বিন্যাস্ত করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান স্থানীয় জনগণের চাহিদা ও আশা-আকাংখার প্রতি সচেতনতার আলোকে উন্নয়ন প্রকল্প চিহ্নিত করবে, পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং তা বাস্তবায়ন করবে। এছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর বৃহত্তর গ্রামীন জনগোষ্ঠীর নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং সম্পদ বন্টনের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা জোরদার করাও বিকেন্দ্রিকরণ কর্মসূচীর অন্যতম উদ্দেশ্য।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে সামরিক আইন জারীর অব্যবহিত পরেই সরকার একটি প্রশাসনিক পুনর্গঠন ও সংস্কার কমিটি গঠন করেন। এ কমিটির কর্মকাঠামো বা দায়িত্ব ছিল প্রশাসনকে জনগণের কাছাকাছি নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বিকেন্দ্রিকরণের ভিত্তিতে 'একটি যথার্থ কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থা' প্রবর্তন সংক্রান্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন। একই বছর জুন মাসে এ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, প্রশাসনে জনগণের অংশীদারীত্বের অভাব, মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন সার্ভিসে সমন্বয়হীনতা এবং নীতিপ্রণেতা ও জনগণের মাঝখানে প্রশাসনিক স্তরের মাত্রাতিরিক্ত সংখ্যার ফলশ্রুতিতে সরকারের সাথে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে বিড়ম্বনা— এসব কারণে বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

এ প্রেক্ষাপটে কমিটি উন্নয়ন প্রশাসনের সকল কাজ জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের এখতিয়ারে ছেড়ে দেয়ার সুপারিশ করেন। সুপারিশে আরো বলা হয়, স্থানীয় গুরুত্বের নিরিখে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারগুলোকে সহায়তা দানের জন্য পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রিকরণ প্রয়োজন। বর্তমান সরকার কমিটির এসব সুপারিশ গ্রহণ করেন এবং সে অনুযায়ী বিকেন্দ্রিকৃত প্রশাসন কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তর হিসেবে পূর্বতন থানাগুলোকে উপজেলায় রূপান্তরের বিরাট দায়িত্ব হাতে নেন।

কমিটির সুপারিশের আলোকে সরকার ইতিমধ্যে উন্নয়ন প্রশাসন বিকেন্দ্রিকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়িত করেছেন এবং এর ফলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অধিকাংশ দায়িত্ব উপজেলা পর্যায়ে নতুন প্রশাসনিক কাঠামোর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে ঘোষিত ১৯৮২ সালের স্থানীয় সরকার পদ্ধতির প্রবর্তন এবং জাতীয় উন্নয়ন উদ্যোগে সমন্বয় বিধানের তাগিদ দেয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যে প্রশাসনিক পুনর্গঠন ও সংস্কার বিষয়ক জাতীয় কমিটি (নিকার)-এর তত্ত্বাবধানে সার্বেক থানাগুলোকে উপজেলায় উন্নীত করা হয়েছে। নির্বাচিত উপজেলা পরিষদগুলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ শুরু করেছে এবং তাদের আওতায় উন্নয়ন সংক্রান্ত এমন সব বিষয় ন্যস্ত করা হয়েছে যেগুলো এতদিন সরাসরি জাতীয় সরকারের এখতিয়ারে ছিল। এছাড়া, পরিকল্পনা কমিশনের উদ্যোগে উপজেলা পরিষদগুলোর আওতায় উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি ব্যাপক ভিত্তিক নীতিমালা প্রণীত হয়েছে।

এ দিকে নতুন কাঠামোয় অতিরিক্ত জনশক্তি, বাস্তব সুযোগ-সুবিধা ও উন্নয়ন বাজেট থেকে সরাসরি অর্থ বরাদ্দ দিয়ে উপজেলা প্রশাসনের শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদের সাথে উপজেলা প্রশাসনকে সমর্থিত করার ফলে স্থানীয় সমস্যা ও জনগণের চাহিদা সম্পর্কে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপকতর অবহিতি নিশ্চিত হয়েছে এবং স্থানীয় গুরুত্ব সম্পন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন সহজতর হয়েছে। উপজেলায় উন্নয়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল সরকারী দফতরের কর্মচারী নিয়োজিত করার ফলে উপজেলাগুলো স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন তৎপরতার দায়িত্ব নিয়ে সকল প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সরকারী দফতরগুলোর কাজ এখন উপজেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান যিনি উপজেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী, তাঁর অধীনে কাজ করে যাচ্ছেন। এসব কর্মকর্তার মধ্যে রয়েছেন উপজেলা চেয়ারম্যানের প্রধান স্টাফ অফিসারের ভূমিকায় নিয়োজিত উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা কৃষি অফিসার, উপজেলা অর্থ ও পরিকল্পনা অফিসার এবং আরো অনেক কর্মকর্তা। উপজেলা পরিষদগুলোকে অভিজ্ঞ কর্মী দিয়ে সহায়তা করা ছাড়াও জাতীয় সরকার সেখানে মৌলিক অবকাঠামো নির্মাণ করে দিচ্ছেন। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আবাসিক ভবন, সড়ক সংযোগ, পানি সরবরাহ, বিদ্যুতায়ন, টেলিফোন সংযোগ ও অনুরূপ সুবিধাদি।

উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে উন্নয়ন ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণ ব্যবস্থা পল্লী উন্নয়নে সরকারের অনুসৃত নতুন দিক নির্দেশের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উল্লেখযোগ্য যে, স্থানীয় সরকার পদ্ধতিতে গ্রামোন্নয়ন ব্যবস্থা, শুধু যে জাতীয় সরকারের দেয়া উন্নয়ন বরাদ্দ থেকেই চালাতে হয় তা নয়, বরং নিজস্ব সম্পদ বৃদ্ধিকল্পে রাজস্ব আদায়ের এখতিয়ারও সেখানে রয়েছে। মোটামুটি ১২৫ বর্গমাইল এলাকার একটি উপজেলায় কর্মকর্তারা এখন উপজেলা সদর থেকে সহজেই প্রায় ২ লাখ বাসিন্দার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন। এ এলাকাসীমা ও জনসংখ্যা একদিকে যেমন কর্মসংস্থান উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সুবিধাজনক, অন্যদিকে তেমনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় গণমানুষের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হবে এমন ব্যাপকায়তনও নয়।

চলতি তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার আওতায় জাতীয় সরকারের দৃঢ় সমর্থনে জোরদার হয়ে উপজেলা পরিষদগুলো নিঃসন্দেহে জনগণের মধ্যে গভীরতর উন্নয়ন সচেতনতা সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে এবং এভাবেই দেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যাগুলোর ত্বরিৎ ও কার্যকর সাধনে নিশ্চিত হবে এবং জাতীয় অর্থনীতির সাথে সমন্বিতভাবে স্থানীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে।

—পিআইডি